দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ গ্রামীণ শিক্ষা

07 OCT 1987

পৃষ্ঠা ৮ কলাম 7

কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ। ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ লোকের বাস এখানে; এদের শতকরা ৯০ ভাগই গ্রামে বাস করে। এদের বেশির ভাগই আবার কৃষি কিংবা কৃষি সংক্রান্ত কাজে জড়িত। এখানে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে (ক) জাতীয় প্রবৃদ্ধির ধীর গতি, (খ) মাথাপিছু আয় কম, (গ) আয়ের অসম বন্টন, (ঘ) বেশির ভাগ লোকের দারিদ্র্য-সীমার নীচে জীবন যাপন, (ঙ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং (চ) সর্বোপরি, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, প্রাইমারী পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা, অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রতুল শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাব। এ সকল কারণে আমাদের দেশে মান্ধাতা আমলের কৃষি ব্যবস্থা, অজ্ঞতা, রোগশোক প্রভৃতি এখনও টিকে আছে। এগুলিই আমাদের পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুরূপভাবে টিকিয়ে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব ছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। তার কিছু এখানে আবার উল্লেখ করা হল, যথা—কর্মীদের নীচু মানের উৎপাদিকা শক্তি, বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীর পরনির্ভরশীলতা, বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারের ক্রমবর্ধমান চাপ প্রভৃতি। এ সকল সমস্যাই আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দারুণভাবে ব্যাহত করছে।

আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি লোক গ্রামে বাস করে এবং তাদের সন্তানেরা প্রায় সকলেই গ্রামের স্কুলে, মক্তবে, মাদ্রাসায় ও মসজিদে যাতায়াত করে। এদের বেশির ভাগই দেখা যাচ্ছে লেখাপড়া শিখে গ্রামে থাকতে বা কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। এর কারণ, প্রাইমারী অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা তাদের যে জ্ঞান দান করে চলেছি তা অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের উন্নয়নের জন্য অনাভিপ্রেত (প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি)। অপরপক্ষে দেখতে পাই যে প্রাইমারী থেকে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার যে জ্ঞান আমরা তাদেরকে দিচ্ছি তাতে রয়েছে প্রধানত মুখস্থ বিদ্যা, বিদেশী ভাষা শিক্ষা, পরীক্ষা পাসের কৌশল এবং শহরে থাকার ও কাজের জ্ঞান প্রভৃতি। যারা জীবনে কৃতকার্য হতে পারছে তাদেরও বেশির ভাগই আবার পল্লী অঞ্চলে থাকার বা কাজ করার চেয়ে শহরকেই অধিকতর প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে আমাদের সমস্যা কমছে না, বরং দিন দিন বাড়ছেই।

কিন্তু অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে গ্রামীণ শিক্ষার একান্ত দরকার।

এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই অর্থাৎ প্রাইমারী পর্যায়েই দিতে হবে প্রয়োজনীয় গ্রামীণ শিক্ষা। মানুষকে বাঁচার শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে নিজে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে বা সেবাদানে সক্ষম হতে পারে। সমস্যা সমাধানের মাধ্যই হচ্ছে উপযুক্ত ...

করব। প্রত্যেক পদক্ষেপেই মনে রাখতে হবে আমাদের কি চাই এবং তা পাওয়ার উপায় কি। কোন সমস্যার সমাধান কি হতে পারে তা একান্তভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। একটু গভীরভাবে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অতি সহজেই বোঝা যাবে, এসব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার কি হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা সম্প্রসারণ। মানবের জ্ঞানসম্ভার সৃষ্টি, সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানের কাজে লাগাতে পারে যদি সেভাবেই কেউ নিজেকে নিয়োজিত করে। আমাদের এ নিয়েই এখন চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

আমরা চাই জ্ঞান, চাই আলো। জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাই শিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষা—যা আজ গ্রামবাংলার জন্য একান্ত প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আমূল পরিবর্তন আনতে হবে পাঠ্যসূচীতে; গ্রামীণ শিক্ষাকে ফলপ্রসূভাবে পেতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত দেশের শিক্ষার মডেল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষায় যে পাঠ্যসূচী অবলম্বন করা হয়েছে তা বিদেশ থেকে সরাসরিভাবে আমদানীকৃত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমস্যাবলীর যথাযথ উত্তর খুঁজে দিতে পারছে না। প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিক কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ করতে হলে আমাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিষয়গুলি হল: শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের বয়স, গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী শিক্ষা সার্বক্ষণিক হওয়া উচিত কিনা, পল্লী অঞ্চলে যারা কাজ করবে তাদেরকে শুধু সাহিত্যের ও হিসাবের জ্ঞান দানই যথেষ্ট কিনা, প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের এবং এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী এমনভাবে পরিবর্তন করা যায় কিনা যাতে আমরা অধিক লাভবান হতে পারি এবং সর্বোপরি স্কুলকে ও শিক্ষাকে সমাজের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যায় কিনা যা আমাদেরকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে। এ বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে।

এ সমাজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা ধনী-গরীবের অসমতাকে কমিয়ে বরং তা বাড়িয়েই চলেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের সম্পদশালীরাই অধিকতর লাভবান হচ্ছে। শিক্ষালাভ ও অর্থ সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধাদি সামর্থবানদের করায়ত্ত হয়ে চলে যাচ্ছে যার ফলে প্রকৃত শিক্ষালাভে জনগণ ব্যর্থ হচ্ছে।

আলোচিত এই গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হলে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তা হল: (ক) শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক দিক এবং অনুপ্রেরণা দানকারী বাহ্যিক উৎসসমূহ, (খ) শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সম[...] এই দুই বিষয়ে যথেষ্ট গুরু[...] দিয়ে পরিকল্পনা প্রণ[...]